ঢাবি চারুকলায় চলছে বর্ষবরণের প্রস্তুতি

মেহেদী হাসান
১০ এপ্রিল ২০২৩ ১২:০০
এএম | আপডেট: ১০ এপ্রিল
২০২৩ ০৯:০৭ এএম

4
Shares

চলছে বর্ণিল শোভাযাত্রার জোর প্রস্তুতি

advertisement

এগিয়ে আসছে আবহমান বাংলার প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। এ উৎসব উদযাপনের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা ইনস্টিটিউটের মঙ্গল শোভাযাত্রা। এখন এখানে চলছে বর্ণিল এই শোভাযাত্রার জোর প্রস্তুতি। করোনা মহামারীর রেশ না কাটতেই যুদ্ধবিগ্রহের জেরে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রায় তাই প্রতিপাদ্য করা হয়েছে- ‘বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি’। যুদ্ধ নয়, শান্তির পৃথিবীর প্রত্যাশার বার্তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পঙ্‌ক্তি থেকে এ প্রতিপাদ্য নেওয়া হয়েছে। এটি সামনে রেখেই চলছে ১৪৩০ বঙ্গাব্দ বরণ করার প্রস্তুতি; ব্যস্ত সময় পার করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, ঢাবি চারুকলার বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ২০১৬ সালে ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

advertisement

প্রতিবছর মঙ্গল শোভাযাত্রা আয়োজনের দায়িত্বে থাকে চারুকলা অনুষদের দুটি ব্যাচ। এ বছর দায়িত্বে আছে ২৪ ও ২৫তম ব্যাচ। অনুষদের ডিন শিল্পী নিসার হোসেনের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে আয়োজক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন চারুকলার নতুন ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও। গতকাল শুক্রবার চারুকলার প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই জয়নুল গ্যালারির মুখে দেখা গেল জলরঙ ও অ্যাক্রেলিকে বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির ছবি আঁকছেন একদল শিক্ষার্থী। আরেকটি দল ব্যস্ত সরাচিত্র নিয়ে। মাটির সরায় নানা রঙে তারা ফুটিয়ে তুলছেন মাছ-ময়ূর-পাখির মুখ, কেউবা আঁকছেন ফুল-লতাপাতাসহ নানা মোটিভ। জয়নুল গ্যালারির একটি কক্ষে দেখা গেল বাঘ-সিংহ-হাতি ও পেঁচাসহ নানা কিছুর লোকজ ফর্মের মুখোশে রং করতে ব্যস্ত আরও একটি দল। জয়নুল স্কুলঘরে দেখা গেল বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী মাউন্টবোর্ড দিয়ে ছোট ছোট পাখি বানাচ্ছেন। একই সঙ্গে তাতে রং লাগানো হচ্ছে। সে সঙ্গে রয়েছে হাতপাখা আর চরকি।

এদিকে মাঠের মধ্যে বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন কাঠামো নির্মাণ করছে মিস্ত্রি ও শিক্ষার্থীরা। এসবের মধ্যে বড় কাঠামো হবে মায়ের কোলে সন্তান, বাঘ, ময়ূর, মোরগ, ভেড়া, নীল গাই প্রভৃতির।

advertisement

এর পাশাপাশি একটি বৃহৎ কচ্ছপ নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে, জানালেন আয়োজকরা। এভাবেই হাজার বছরের লোকজ উপাদানগুলো মঙ্গল শোভাযাত্রায় ফুটিয়ে তোলা হবে।

মঙ্গল শোভাযাত্রা উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী অচিন্ত্য সাহা রায় বলেন, বাংলা বর্ষবরণ বাঙালির প্রাণের উৎসব। আর উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। ইতোমধ্যে এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে এখন যুদ্ধ চলছে। আমরা চাই- যুদ্ধ নয়, বৃষ্টির মতো শান্তি বর্ষিত হোক গোটা পৃথিবীজুড়ে। শোভাযাত্রায় তাই মায়ের কোলে সন্তান থাকবে। এর মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাই, মায়ের কোলে সন্তান যেমন নিরাপদ, তেমনি এই পৃথিবী প্রতিটি মানুষের জন্য নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠুক। এই শোভাযাত্রার ব্যয় শিক্ষার্থীদের তৈরি নানা শিল্পকর্মের বিক্রিলব্ধ টাকায় পূরণ করা হয়, জানান তিনি।

বাংলা নববর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্যসচিব ও চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নিসার হোসেন বলেন, রমজানের কারণে এবার আমরা উদযাপন অনুষ্ঠান কিছুটা সংক্ষিপ্ত করেছি।

এদিকে নির্বিঘ্নে নববর্ষ উদযাপনে ঢাবি ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ ছাড়া নিরাপত্তা ইস্যুতে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির এক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) ও কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে কমিটির সদস্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন। সভা সূত্রে জানা যায়, এ বছর পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রা চারুকলা অনুষদ থেকে সকাল ৯টায় শুরু হবে। শোভাযাত্রা শাহবাগ মোড় হয়ে পুনরায় চারুকলা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হবে।

পহেলা বৈশাখে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের মুখোশ পরা এবং ব্যাগ বহন করা যাবে না। তবে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাবে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করা হয়। তবে ক্যাম্পাসে নববর্ষের দিন সব ধরনের অনুষ্ঠান বিকাল ৫টার মধ্যে শেষ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। উৎসবের দিন ক্যাম্পাসে প্রবেশ ও প্রস্থান সম্পর্কে বলা হয়, নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রবেশ করা যাবে। ৫টার পর কোনোভাবেই প্রবেশ করা যাবে না, শুধু বের হওয়া যাবে। নববর্ষের আগের দিন ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার পর ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না।

নববর্ষের দিন ক্যাম্পাসে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসরত কোনো ব্যক্তি নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাতায়াতের জন্য শুধু নীলক্ষেত মোড় সংলগ্ন গেট ও পলাশী মোড় সংলগ্ন গেট ব্যবহার করতে পারবেন। নববর্ষের দিন নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা ও আর্চওয়ে স্থাপন করে তা মনিটরিং করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

4
Shares